মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয়

2023 সালের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশ

যৎসামান্য অগ্রগতি – প্রচেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু চলমান আইন ও প্রয়োগ যা এই অগ্রগতিকে বিলম্বিত করেছে

2023 সালে, যেসব শিশু শ্রম সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের সেগুলোর বিলুপ্তির প্রয়াসে বাংলাদেশ যৎসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 3,459-টি শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন চিহ্নিত করেছে আর সীমান্ত রক্ষীরা শিশুসহ 75 জন পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পাচার হবার সময় প্রতিরোধ করেছেন। উপরন্তু, সরকার একটি প্রকল্পকে সমর্থন করেছে যা সংখ্যালঘু দলিত ও বিহারী সম্প্রদায়ের রাস্তায় থাকা ও কাজ করা শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে। এছাড়াও সরকার অব্যাহতভাবে UNICEF-এর পরীক্ষামূলক মিয়ানমার পাঠ্যক্রম কার্যসূচীকে সমর্থন করে চলেছে, যা কিনা 300,000 রোহিঙ্গা ছেলেমেয়েকে 2023–2024 শিক্ষাবর্ষে নথিভুক্ত করেছে। এই মিয়ানমার পাঠ্যক্রমটি বার্মার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদেরকে আনুষ্ঠানিক, মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে। তবে, বাংলাদেশ শুধুই যৎসামান্য অগ্রগতি সাধন করেছে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ এটি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে অঘোষিত পরিদর্শনে অব্যাহতভাবে বাধা দিয়ে চলেছে। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষকে অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া আবশ্যক, যার ফলে মালিকরা পরিদর্শনের খবরটি আগাম জেনে যেতে পারে। গতানুগতিক অঘোষিত পরিদর্শনসমূহ করতে না পারায় রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘন এবং অন্যান্য শ্রমজনিত নিগ্রহ হয়তো ধরা পড়ে না। উপরন্তু, শিল্পের যেসকল শাখায় শিশু-শ্রম হয়ে থাকে তার সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের শ্রম-আইন প্রযোজ্য হয় না। এছাড়াও, সরকার 2023 সালে শিশু শ্রম সংশ্লিষ্ট তাদের ফৌজদারী আইন প্রয়োগের বিভিন্ন প্রচেষ্টার তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। অতিরিক্তভাবে, শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘনগুলোর শাস্তি শুধুমাত্র দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পরই আরোপ করা যায় এবং, যখন আদালত সেগুলো আরোপ করে, তখন শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ খুবই নগণ্য।

শিশু শ্রমের ব্যাপকতা এবং খাত ভিত্তিক বন্টন

ছেলেমেয়েদের কর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান

ছেলেমেয়ে	বয়স	জনসংখ্যার শতকরা হার	উদ্ধৃতিসমূহ
কার্যরত	5 থেকে 14	9.2% (লভ্য নয়)	
শিশুদের দ্বারা বিপজ্জনক কাজ	7 থেকে 17	লভ্য নয়	
স্কুলে পড়ছে	5 থেকে 14	88.4%	

ছেলেমেয়েদের কর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান			
ছেলেমেয়ে	**বয়স**	**জনসংখ্যার শতকরা হার**	**উদ্ধৃতিসমূহ**
কাজ এবং স্কুলকে সংযুক্ত করা	7 থেকে 14	8.2%	

বাংলাদেশের শিশুরা এখনো নিকৃষ্ট ধরনের শিশু শ্রমের শিকার হয়ে থাকে, এতে অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্যিকভাবে যৌন স্বার্থসাধন, কোনো কোনো সময় মানব-পাচারের ফলে, এবং শুটকি মাছ ও পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক শ্রম আদায়। এছাড়াও, শিশুরা পোষাক শিল্পে ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি, পাথর ভাঙ্গার মতো বিপজ্জনক কাজ করে থাকে।

খাত/শিল্প	**কার্যকলাপ**
কৃষি	লবণ + এবং হাঁস-মুরগী পালন করা সহ ফসল তোলা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ। চিংড়িসহ+ মাছ ধরা, সেই সঙ্গে শুকানো ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
শিল্প	পোষাক তৈরি এবং অনিয়মিত পোষাক খাতে কাজ করা সহ পাট ও পোষাকের পাশাপাশি বস্ত্র উৎপাদন।+ জুতাসহ চামড়া+ এবং চামড়াজাত পণ্য +উৎপাদন। অ্যালুমিনিয়াম,+ ইট,+ কাঁচ,+ হাতে মোড়ানো সিগারেট (*বিড়ি*),+ দিয়াশলাই,+ প্লাস্টিক,+ সাবান,+ এবং আসবাবপত্র (স্টিল) তৈরি করা।+ জাহাজ ভাঙ্গা,+ ব্যাটারি পুনঃব্যবহারোপযোগী করা,+ নির্মাণ কাজ,+ এবং ইট ও পাথর ভাঙ্গা।+
পরিষেবাসমূহ	গৃহস্থালির কাজ। আবর্জনা সংগ্রহ, বাছাই; এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ।+ পরিবহন-ব্যবস্থায় কাজ করা, এতে অন্তর্ভুক্ত টিকেট বিক্রয়,+ ঢালাই কাজ,+ রিকশা চালানো, গাড়ি চালানো, মাছ ধরার নৌকাগুলিতে কর্মী-দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা, এবং গাড়ি মেরামত করা।+ খুচরা সামগ্রী বিক্রয়ের দোকানে কাজ করা, এতে অন্তর্ভুক্ত মুদি দোকান, রেষ্টুরেন্ট, বুনন-শিল্প, এবং দর্জি-দোকানসহ।
স্পষ্টত শিশু শ্রমের নিকৃষ্ট ধরনসমূহ‡	চোরাচালান এবং মাদক বিক্রয় সহ অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহার করা হয়। জোরপূর্বক ভিক্ষা করানো, শুটকি-মাছ ও পোষাক উৎপাদনে জোর করে শ্রম আদায়। বাণিজ্যিকভাবে যৌন স্বার্থসাধন, কোনো কোনো সময় মানব-পাচারের ফলে। বাধ্যতামূলক গৃহস্থালির কাজ।

+ জাতীয় আইন ও প্রবিধান দ্বারা বিপজ্জনক হিসেবে নির্ধারিত এবং, যা ।LO C. 182 এর ধারা 3(d) এর প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখিত।

‡ শিশু শ্রমকে <155> স্বতন্ত্রভাবে </155> ।LO C. 182 এর ধারা 3(d) এর অধীনে নিকৃষ্ট ধরনের শিশু শ্রম হিসেবে গণ্য করা হয়।

উচ্চতর ঝুঁকিতে শিশুরা

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশু শ্রমিকরা অনিয়মিত খাতে কাজ করে। উপকূলীয় এলাকাগুলিতে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের মাছ শুকানো এবং মাছ বিক্রয় করা সহ মৎস খাতে শিশু শ্রমে জড়িত হবার সম্ভাবনা আছে। সংখ্যালঘু বিহারী সম্প্রদায় থেকে আসা শিশুদের অল্প বয়সেই কাজে ঢুকতে এবং স্বল্প কাঙ্ক্ষিত হিসেবে বিবেচিত কাজগুলি করতে বাধ্য করা হয়। গৃহহীন অবস্থায় রয়েছে এমন শিশুদের ভিক্ষা করতে, পকেট মারতে, এবং মাদক বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে, মানব পাচারকারীরা শিশুদের মাদক উৎপাদন ও পরিবহন করতে বাধ্য করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত শিশুরাও মানবপাচার এবং জোরপূর্বক যৌন স্বার্থসাধনে ব্যাবহৃত হবার উচ্চতর ঝুঁকিতে থাকে। অবশেষে,

শরণার্থী শিবিরে মানব পাচারকারীদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের ঘুষ নেওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং সেটা রোহিঙ্গা শিশুদের পাচারকে সহজতর করেছে। এনজিওগুলো (NGO) অভিযোগ করেছে যে, কিছু কর্মকর্তা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ও চেকপয়েন্টগুলিতে পাচারকারীদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ দিয়ে থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে বাধাসমূহ

40 শতাংশেরও বেশি স্কুলগুলিতে পয়-নিষ্কাশন জনিত মৌলিক সুবিধা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক পরিষেবাসমূহের ঘাটতি আছে, এবং প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি স্কুলে নিরাপদ সুপেয় পানির অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক স্কুলে রয়েছে অত্যধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী এবং 80 শতাংশেরও বেশি দুই শিফটে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে। দেশটির শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী একটি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক এতে নেই। প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। শিক্ষা অর্জনে অন্যান্য বাধাগুলির মধ্যে আছে পরিবহন, ইউনিফর্ম, এবং স্কুলের সামগ্রী সংক্রান্ত অত্যধিক খরচ। দীর্ঘকাল ক্যাম্পগুলিতে বসবাসের ফলে অস্থায়ী ঠিকানায় থাকার কারণে উর্দু-ভাষাভাষী সংখ্যালঘু বিহারী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অর্জনে বাধার সম্মুখীন হয়। শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে দলিত এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দু শিশুরা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে পিছিয়ে আছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, 5 থেকে 17 বছর বয়সী প্রতিবন্ধিতাযুক্ত ছেলেমেয়েদের 60 শতাংশই আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় নথিভুক্ত হয় না। উপরন্তু, বাণিজ্যিক যৌনতায় জড়িত মায়েদের জন্ম দেয়া শিশুরা শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয় কারণ তাদের আইনি জন্ম সনদ পাওয়ার অনুমতি নেই। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বহু শিশু তাদের বাবার নাম জানেনা, যা কি-না স্কুলে নথিভুক্ত হতে গেলে প্রয়োজনীয় জাতীয় পরিচয়-পত্র অথবা জন্ম-সনদ পাওয়ার জন্য একটি আইনি বাধ্যবাধকতা। যদিও পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা-পরিচালিত স্কুলগুলি বন্ধ করে দিয়েছে এবং রোহিঙ্গা শিক্ষকদের কাছ থেকে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার জারি করা পরিচয়পত্র বাজেয়াপ্ত করে বন্যাপ্রবণ দ্বীপ ভাসানচরে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল, 2023 সালে সেটা হয়নি। 2023–24 শিক্ষাবর্ষে 300,000-এর অধিক রোহিঙ্গা শিক্ষার্থী স্কুলে নথিভুক্ত হয়েছে, যা একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং এই প্রথমবারের মতো সকল বয়সের রোহিঙ্গা শরণার্থী ছেলেমেয়ে ইউনিসেফ-এর (UNICEF) পরীক্ষামূলক মায়ানমার পাঠ্যক্রমের অধীনে শিক্ষা অর্জনে প্রবেশাধিকার পাবে।

শিশু শ্রমের আইনি কাঠামো

শিশু শ্রম সংক্রান্ত সকল মুখ্য আন্তর্জাতিক সমঝোতাগুলোতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। যদিও সরকার শিশু শ্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও প্রবিধান প্রতিষ্ঠা করেছে, তবে শিশু শ্রমের নিকৃষ্টতম ধরণগুলি থেকে শিশুদের যথেষ্ট সুরক্ষা দানে বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর মাঝে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকড় রয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে পতিতাবৃত্তিতে শিশুদের ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে অপরাধ হিসেবে তুলে ধরে অপরাধমূলক বিধানের অভাব।

মানদণ্ড	বয়স	আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে	আইন প্রণয়ন
কাজ করার ন্যূনতম বয়স	14	✗	বাংলাদেশ শ্রম আইনের 1–2, 34, এবং 284 ধারাসমূহ; বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল শ্রম আইন, 2019

মানদণ্ড	বয়স	আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে	আইন প্রণয়ন
			এর 159, 161, এবং 175 ধারাসমূহ
বিপজ্জনক কাজ করার জন্য ন্যূনতম বয়স	18	✓	বাংলাদেশ শ্রম আইনের 39–42 ধারাসমূহ
বিপজ্জনক পেশাসমূহ অথবা শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী শানাক্তকরণ		✓	বাংলাদেশ শ্রম আইনের 39–42 ধারাসমূহ; বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক আদেশ নম্বর 65, শিশুদের জন্য নিকৃষ্ট ধরনের কাজগুলোর তালিকা
দাসত্ব, ঋণের দাসত্ব, এবং জোরপূর্বক শ্রম আদায় নিষিদ্ধকরণ		✓	দণ্ডবিধির 370, 371 ও 374 ধারা; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের 2, 3, 6, ও 9 ধারা
শিশু পাচার নিষিদ্ধকরণ		✓	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের 2, 3, এবং 6 ধারাসমূহ; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের 2 এবং 6 ধারাসমূহ
বাণিজ্যিক যৌন স্বার্থসাধনে ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ		✗	দণ্ডবিধির 372 এবং 373 ধারা; শিশু আইনের 78 ও 80 ধারা; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের ধারা 2, 3, 6 এবং 11; পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা 2 এবং 8

মানদণ্ড	বয়স	আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে	আইন প্রণয়ন
অবৈধ কার্যকলাপে শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ		✗	শিশু আইনের 79 ধারা
রাষ্ট্রের সামরিক স্বেচ্ছাসেবী সেনা সংগ্রহের ন্যূনতম বয়স	16	✓	সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর প্রবিধান (শিরোনাম অজানা)
(রাষ্ট্রীয়) সামরিক বাহিনী দ্বারা সেনা হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে শিশুদেরকে সংগ্রহ নিষিদ্ধকরণ		প্র/ন*	
অ-রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা সামরিক সেনা সংগ্রহ নিষিদ্ধকরণ		✗	শিশু আইনের 79 অনুচ্ছেদ; সন্ত্রাস বিরোধী আইন 2009
বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স		✗	
বিনামূল্যে সরকারী বা গণশিক্ষা		✓	সংবিধানের 17 অনুচ্ছেদ

* দেশে জাতীয়-পরিষেবায় যোগ দেয়া বাধ্য নয়

যদিও বাংলাদেশ সরকার শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ বিপজ্জনক কাজের একটি তালিকা বজায় রাখে, তবে এই তালিকায় গৃহস্থালির কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যেখানে শিশুরা দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নের সম্মুখীন হয় বলে জানা যায়। উপরন্তু, বাংলাদেশ শ্রম আইন কাজের জন্য ন্যূনতম বয়সের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে না কারণ বেশ কয়েকটি খাতে এটার প্রয়োগ বাদ রাখা হয়েছে, এতে অন্তর্ভুক্ত নাবিক, সমুদ্রগামী জাহাজ, 10 জনেরও কম শ্রমিক নিয়ে গঠিত কৃষি খামার, এবং গৃহস্থালির কাজ। বাংলাদেশ পতিতাবৃত্তির জন্য শিশুদের ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না যদিনা শিশুটি অভিভাবকত্বের অধীনে থাকে অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষ তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে জড়িত করে। বাংলাদেশ মাদক পরিবহনে শিশুদের ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করলেও মাদক উৎপাদনে শিশুদেরকে ব্যবহার অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না । বাংলাদেশের সংবিধানেও অ-রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীতে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়নি। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা আইন পৃথকভাবে শিক্ষা অর্জনের বাধ্যতামূলক বয়স 10 করা হলেও জাতীয় গেজেটে সেটা প্রকাশিত না হওয়ায় এই আইন আরোপিত শর্ত-স্বরূপ নয়। এমনকি যদি আইনটি কার্যকর হতোও, 10 থেকে 14 বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা তারপরও শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নাজুক অবস্থায় থাকবে, কারণ তাদের জন্য স্কুলে যাওয়া আবশ্যক নয়, এবং বাধা-নিষেধ ছাড়া আইনত কাজ করতে সক্ষম নয়।

শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ

2023 সালে বাংলাদেশের ফৌজদারী ও শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো শিশু শ্রম নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। তবে, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে অঘোষিত পরিদর্শনের অভাব এবং আইন বলবৎকরণের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করায় ঘাটতি, এসব প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করে।

সংগঠন/সংস্থা। ভূমিকা ও কার্যক্রম
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE): শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (MOLE) মধ্যে অবস্থিত। শিশু শ্রম এবং বিপজ্জনক কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিসহ শ্রম আইন প্রয়োগ করে। প্রতিবেদনের সময়কালে DIFE ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য 2022–2023 কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এবং কর্মসূচিটি 2025 সাল পর্যন্ত বর্ধিত করে। DIFE-এর বক্তব্য অনুযায়ী, সংস্থাটি প্রকল্প হস্তক্ষেপের মাধ্যমে 12,400 জন শিশুকে অপসারণ করেছে। অধিকন্তু, DIFE ঢাকার জেলা শিশু শ্রম কল্যাণ কমিটি ও জেলা শিশু শ্রম পর্যবেক্ষণ কমিটির সাথে বিভিন্ন সচেতনতা-বৃদ্ধির কর্মসূচি ও সভার আয়োজন করে।
বাংলাদেশ পুলিশ: শিশুদেরকে জোরপূর্বক শ্রম এবং বাণিজ্যিক যৌন স্বার্থসাধনের হাত থেকে রক্ষা করতে দণ্ডবিধির বিধান প্রয়োগ করে। বাংলাদেশ পুলিশ তার 'ট্রাফিকিং ইন পার্সনস' মনিটরিং সেলের মাধ্যমে মানব পাচারের ঘটনাসমূহ তদন্ত করে এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের পাচার বিরোধী বিধানসমূহ প্রয়োগ করে। 11-টি এনজিওর (NGO) সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের জন্য ভুক্তভোগী সহায়তা কেন্দ্রসমূহ (ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার) পরিচালনা করে।

প্রয়োগের বিভিন্ন প্রচেষ্টার উপরিচিত্র	2023
একটি শ্রম পরিদর্শকের কার্যালয় আছে	হ্যাঁ
দেওয়ানী জরিমানা মূল্যায়ন করতে সক্ষম	হ্যাঁ
নিয়মিতভাবে পরিচালিত কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন	হ্যাঁ
অঘোষিতপরিদর্শন অনুমোদিত	হ্যাঁ
একটি অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া আছে	হ্যাঁ
শিশু শ্রম লঙ্ঘনের জন্য আরোপিত জরিমানাসমূহ	হ্যাঁ
নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম সংক্রান্ত অপরাধগুলোর জন্য ফৌজদারি তদন্ত পরিচালনা করেছে	অজানা
নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম সংক্রান্ত অপরাধগুলোর জন্য আরোপিত জরিমানা	অজানা

জুন, 2022 এবং জুলাই, 2023-এর মধ্যে, <437>446 </437>শ্রম পরিদর্শকরা <443>47,826</443>-টি কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করেছেন, এবং <449>3,459</449>-টি শিশু শ্রম লঙ্ঘন খুঁজে পেয়েছেন। এটা <455>জানা যায়নি</455> যে নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম সংক্রান্ত সন্দেহভাজন ঘটনাসমূহের তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল কিনা, মামলা শুরু হয়েছিল কিনা, অথবা অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল কিনা।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) হলো রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ অগ্রসর, আকর্ষণ, এবং সহজতর করার জন্য একটি সরকারী সংস্থা, এবং এই

অঞ্চলগুলিতে সামাজিক, পরিবেশগত, সুরক্ষা, এবং নিরাপত্তামুলক প্রবিধানসমূহে ব্যবসায়িক অনুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল পরিদর্শন করার এখতিয়ার থাকলেও, সেটার BEPZA-এর চেয়ারম্যানকে আগাম অবহিত করতে হয়। যেহেতু কিছু নিয়োগকর্তা শ্রম পরিদর্শনের আগেই আগাম বিজ্ঞপ্তি পেয়ে যান, তাই রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে শিশু শ্রম লঙ্ঘন শনাক্ত করা যায় না।

সমন্বয়, নীতি এবং কর্মসূচি

শিশু শ্রম মোকাবেলার বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে, এতে সরকারী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় করার ক্ষেত্রে একটি সুপারিশ পদ্ধতির ঘাটতি রয়েছে।

সমন্বয়কারী সংস্থা | ভূমিকা ও কার্যক্রম

জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদ (NCLWC): শিশু শ্রম দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা ও নিরীক্ষণের জন্য সরকারী বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করে। MOLE -এর সভাপতিত্বে এবং প্রাসঙ্গিক সরকারী মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা, শিশু পক্ষাবলম্বনকারী গোষ্ঠীসমূহ, এবং নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিবেদনের সময়কালে, NCLWC 11-টি জাতীয় সমন্বয় সভা, 67-টি বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ কাউন্সিলের সভা, এবং 177-টি জেলা ভিত্তিক শিশু অধিকার পর্যবেক্ষণ কমিটির সভা পরিচালনা করেছে। অক্টোবর মাসে, শ্রম সচিব বিভাগীয় কমিটিগুলোর শিশু শ্রম পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে সব বিভাগীয় কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বাংলাদেশ শিশু শ্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করেছে। তবে, শিশু শ্রম দূরীকরণ সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের ফলে নীতিটির নির্দেশাবলী পূরণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

নীতি | বিবরণ ও কার্যক্রম

শিশু শ্রম দূরীকরণ সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (2021–2025): প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, এবং প্রতিরোধ ও পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ বিভিন্ন কর্মসূচি তৈরির কৌশলসমূহ চিহ্নিত করে। 2023 সালে শিশু শ্রম নির্মূলে সমন্বিত কাজ নিশ্চিত করতে MOLE বিভাগীয় পরিষদ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এছাড়াও MOLE একটি কর্মশালায় শিশু শ্রম নির্মূল এবং ফলাফল প্রচারের উপর একটি সম্ভাব্যতার জরিপ পরিচালনা করেছিল। গবেষণার উপর ভিত্তি করে, MOLE একটি "শিশু শ্রম নির্মূল ও পুনর্বাসন" প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (2018–2025): মানব পাচার মোকাবেলা এবং ভুক্তভোগী ও নাজুক জনগোষ্ঠী, বিশেষত শিশুদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করতে সরকারের সক্ষমতা গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (MOHA) নেতৃত্বে। 2020 এবং 2021 সালের বৈশ্বিক মহামারীর ফলে লকডাউনের সময় ধীর অগ্রগতির কারণে জাতীয় পরিকল্পনাটি 2025 সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবেদনের সময়কালে, সরকার প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় পাচার-বিরোধী তহবিলের প্রতি মনোনিবেশ অব্যাহত রেখেছে। উপরন্তু, 2023 সালে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে মানব পাচার সম্পর্কিত 2022 সালের প্রথম জাতীয় সমীক্ষা চালু হওয়ার পরে মানব পাচার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের উন্নতির সুযোগগুলি চিহ্নিত করেছে।

‡ সরকারের অন্যান্য নীতি ছিল যেগুলো হয়তো শিশু শ্রমের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করেছে অথবা শিশু শ্রমের উপর প্রভাব ফেলেছিল।

বাংলাদেশ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে এবং অংশ নিয়েছে যেগুলো শিশু শ্রম নিরসন অথবা প্রতিরোধের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করে। তবে, অনিয়মিত পোশাক, চামড়া, ও মাছ শুকানোর শিল্পসহ যেসব অঞ্চল ও খাতে শিশু শ্রম শনাক্ত করা হয়েছে, সেসব অঞ্চল ও খাতে সমস্যা সমাধানে এই সামাজিক কর্মসূচিগুলো অপর্যাপ্ত।

কর্মসূচি | বিবরণ ও কার্যক্রম

বিপজ্জনক শিশু শ্রম নির্মূল–ধাপ IV (2021–2023):† $33 মিলিয়ন, MOLE দ্বারা বাস্তবায়িত 3 বছরের প্রকল্প। নিয়োগকর্তা ও পরিবারদের জন্য অনানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তি প্রদানের এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধাপ। থেকে III -এর মাঝে বিপজ্জনক শ্রম থেকে 90,000 শিশুকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ধাপ IV -এ বিপজ্জনক কাজ থেকে 100,000 শিশুকে সরিয়ে নিতে 112-টি বাছাই করা এনজিওর (NGO) সঙ্গে MOLE চুক্তি করেছে। 2023 সালে, প্রকল্পটি শ্রমজীবী শিশু, দলিত ও বিহারি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশু, এবং যারা গৃহহীন কিংবা রাস্তায় কাজ করছে তাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে এবং পুনর্বাসনে সহায়তা করেছিল। তবে প্রকল্পটি সকল ভৌগোলিক অবস্থান এবং শিশুশ্রমের সাথে জড়িত সকল খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপর্যাপ্ত ছিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অরক্ষিত শিশুদের চিহ্নিতকরণে অনিয়ম পাওয়া গেছে।

স্কুলের কর্মসূচিসমূহ:† 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' 'বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি' দ্বারা অর্থায়িত হয় এবং আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলো থেকে ঝরে পড়া 8 থেকে 14 বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য অনানুষ্ঠানিক স্কুলের সংস্থান করে। সরকার 2024 সালে নিজস্ব অর্থায়নে স্কুল খাদ্য কর্মসূচি পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। প্রতিবেদনের সময়কালে, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, WFP) কক্সবাজার জেলার 170-টি স্কুলের মাঝে স্কুলে খাবার প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইউএস ডিপার্টমেন্ট অভ অ্যাগ্রিকালচার, USDA) $19 মিলিয়ন ডলার তহবিল ব্যবহার করায় 49,162 জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে।

শিশু সুরক্ষার কর্মসূচিসমূহ:† বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষার কর্মসূচিসমূহের মধ্যে রয়েছে চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (CSPB) II, যা 2024 সালে শেষ হবে। CSPB প্রকল্পটি UNICEF-এর সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর দ্বারা বাস্তবায়িত হয় এবং এর লক্ষ্য শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নিগ্রহ, এবং অবহেলা হ্রাস করা। প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের শনাক্ত করার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা প্রদান করে এবং শিশুবান্ধব পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ এবং শিশু শ্রম হ্রাসে শর্তসাপেক্ষে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও সরকার 'চাইল্ড হেল্পলাইন 1098' নামে একটি 24 ঘণ্টাব্যাপী জরুরি হটলাইন পরিচালনা করে। 2022–2023 অর্থবছরে, হেল্পলাইনটি শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত 10,000 এরও বেশি প্রতিবেদন পেয়েছে। যেসব ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে, 5,000 এরও বেশি শিশু হেল্পলাইনের মাধ্যমে আইনি সহায়তা পেয়েছে এবং প্রকল্পটি পিতামাতাকে পরামর্শদান, আইনি এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে 2,000 এর বেশি বাল্যবিবাহের ঘটনা বন্ধ করতে সহায়তা করেছে।

<545>বিশ্বজুড়ে শিশু শ্রম মোকাবেলায় USDOL-এর প্রকল্পগুলো সম্পর্কে তথ্যের জন্য, দেখুন -</545><546>https://www.dol.gov/agencies/ilab/ilab-project-page-search<545>

† কর্মসূচিটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্থায়িত হয়।

‡ সরকারের অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম ছিল যেগুলোতে শিশু শ্রম নির্মূল বা প্রতিরোধের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়সমূহ

যদিও বাংলাদেশ শ্রম আইন (বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট, BLA) আনুষ্ঠানিক বা নৈয়মিক খাতের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং যোগদানের অনুমতি দেয়, তবে এটি শ্রমিক, 10 জনের কম শ্রমিক সম্বলিত খামারে কৃষি শ্রমিক, এবং গৃহস্থালি কর্মী সহ কিছু অনৈয়মিক খাতের শ্রমিককে বাদ দেয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু কাজ করে। 'বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল শ্রম আইন' রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করেছে, যেখানে 502,000 -এর বেশি শ্রমিক কাজ করেন। সরকার একত্রিত হবার স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার রক্ষার আইনগুলি পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করে না আর শ্রমিক নেতা এবং সংগঠকরা সহিংসতা, বরখাস্ত, কালো তালিকাভুক্তি এবং গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হন। যেহেতু ইউনিয়নগুলি শিশু শ্রম শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেহেতু এই প্রতিবন্ধকতাগুলো অনৈয়মিক খাতসহ বিভিন্ন আইন লঙ্ঘন অপ্রকাশিত থাকার সুযোগ করে দেয়।

শিশু শ্রম নির্মূলে প্রস্তাবিত সরকারী কার্যপদক্ষেপসমূহ

নিম্ন বর্ণিত প্রস্তাবিত সরকারী পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশে USDOL চিহ্নিত বিভিন্ন নিকৃষ্টতম ধরনের শিশু শ্রম দূর করার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারগুলি বাস্তবায়নের দূরত্বগুলিকে কমিয়ে আনতে পারে।

ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত কার্যপদক্ষেপ
আইনি কাঠামো	গৃহস্থালি কাজে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন জাহাজ ও ছোট খামারে কর্মরতরা সহ সকল ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম বয়স বাড়ানো।
	শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ বিপজ্জনক কাজের ধরনসমূহের ব্যাপক পরিসর এবং এতে গৃহস্থালি পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত তা নিশ্চিত করা।
	কোনও শিশুকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য ব্যবহার করা; কোনও শিশুকে মাদকদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার, সংগ্রহ, আর প্রস্তাব করা; এবং 18 বছরের নিচের ছেলেমেয়েদের অ-রাষ্ট্রীয় অস্ত্রধারী দলগুলিতে নিয়োগ ফৌজদারী আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ করা।
	শিক্ষা অর্জন কাজের সর্বনিম্ন বয়স 14-এর সাথে কাতারবন্দী করতে একটি বাধ্যতামুলক বয়স আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
প্রয়োগ করা	প্রাথমিকভাবে আইন লঙ্ঘনসমূহ সহ সকল শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য সুপারিশ অথবা জরিমানা নির্ধারণ করতে, এবং ভবিষ্যতে শিশু শ্রম আইনের লঙ্ঘনসমূহ পর্যাপ্ত পর্যায়ে নিবারণে জরিমানা বৃদ্ধি করতে শ্রম পরিদর্শকদের ক্ষমতায়ন করা।
	যেসব সরকারী কর্মকর্তা ছেলেমেয়েদের পাচার ও বাণিজ্যিকভাবে যৌন স্বার্থসাধনে জড়িত, এর পাশাপাশি যারা ঘুষ নেয় তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করা।
	আনুমানিক 74.5 মিলিয়ন (7 কোটি 45 লক্ষ) কর্মীর শ্রমশক্তিকে পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য শ্রম পরিদর্শকদের সংখ্যা 446 থেকে বাড়িয়ে 1861 জন করা।
	রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে শিশু শ্রম পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শন সহ অঘোষিতভাবে শ্রম পরিদর্শনের অনুমতি দান ও পরিচালনা করা।
	মধ্যস্থতা ও নিষ্পত্তির বিপরীতে সকল শিশু শ্রমের আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা।

ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত কার্যপদক্ষেপ
	ছেলেমেয়েদের বাণিজ্যিকভাবে যৌন স্বার্থসাধন সহ বিভিন্ন নিকৃষ্ট ধরনের শিশু শ্রম যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে তদন্ত ও মামলা রজু করা হয় তা নিশ্চিত করতে পরিদর্শক এবং তদন্তকারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
	শিশু শ্রমের সাথে সম্পর্কিত ফৌজদারি আইনের প্রয়োগের উপর জাতীয় পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণের তথ্য, এবং দায়েরকৃত মামলা, দোষী সাব্যস্তের, এবং আরোপিত জরিমানার সংখ্যা।
	যেসব স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত কর্মদান কার্যক্রমগুলিতে শিশুদেরকে নিয়োগ দেয় তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা ও তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা।
সমন্বয়	শিশু শ্রম এবং এর মূল কারণগুলি মোকাবিলায় সমন্বয় ও সহযোগিতাকে অগ্রসর করতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে একটি বলিষ্ঠ সুপারিশ কার্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
সরকারী নীতিমালা সমূহ	শিশু শ্রম দূরীকরণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি কার্যকরভাবে তাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও কৌশলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করছে সেটা নিশ্চিত করা।
সামাজিক কার্যক্রমসমূহ	সকল শিশুদের জন্য গোছলখানা, প্যানিষ্কাশন ও বিভিন্ন ব্যবস্থাবলী উন্নত করা, একটি সুবিকশিত দূর-শিক্ষণ কার্যপদ্ধতি নিশ্চিত করা, স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, পরিবহন ও স্কুলের সামগ্রী ব্যয়ের জন্য অর্থায়ন করা, এবং স্থায়ী ঠিকানা অথবা পরিচয়মূলক নথি-পত্র থাকা আর না থাকা নির্বিশেষে সকল শিশুকে স্কুলে নথিভুক্তি করার অনুমতি দান করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা সহজগম্য করার প্রচেষ্টাসমূহকে বাড়িয়ে তোলা।
	অনানুষ্ঠানিকভাবে পোশাক, চামড়া, এবং মাছ শুকানোর শিল্পের পাশাপাশি শিশু শ্রম সংক্রান্ত সমস্যার পরিসর মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা।